بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
১২ জুলাই ২০২২

ইসলামাবাদ থেকে ঈদুল আযহার খুতবা প্রদান করলেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান

"ইসলাম শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম। ইসলাম ভালবাসা ও দয়ার ধর্ম।" – হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

১০ জুলাই ২০২২ যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে অবস্থিত মুবারক মসজিদে ঈদুল আযহার খুতবা প্রদান করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

সমগ্র বিশ্বজুড়ে লাখো আহমদী মুসলমান বিশ্বজুড়ে সম্প্রচারিত এমটিএ ইন্টারন্যাশনাল টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে খলীফার প্রদত্ত ঈদের খুতবা সরাসরি শোনার এবং তাদের আধ্যাত্মিক নেতার নেতৃত্বে দোয়ায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ লাভ করেন।

খুতবায় হুযূর আকদাস হযরত ইব্রাহীম (আ.), তাঁর স্ত্রী হযরত হাজেরা এবং তাঁদের সন্তান হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর অনন্য আত্মত্যাগের উল্লেখ করেন, যার স্মরণে ঈদ-উল-আযহা উদযাপন করা হয়।

খুতবার প্রারম্ভে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আজ আল্লাহ্‌র ফযলে আমরা ঈদুল আযহা উদযাপন করছি, অর্থাৎ, কুরবানীর ঈদ। এই ঈদ হাজার হাজার বছর পূর্বে এক বাবা, মা ও তাদের পুত্রের আত্মত্যাগের স্মরণে পালন করা হয়ে থাকে। সেই কুরবানী কেবল একটি বিশেষ মুহূর্তের কুরবানী ছিল না, বরং বহু বছর জুড়ে বিস্তৃত ছিল। নবী ইবরাহীম (আ.) তাঁর স্ত্রী ও আদরের পুত্রকে এক বিরান ভূমিতে রেখে আসেন। তিনি কেবল এ কারণেই এমনটি করেছিলেন যে, এটি ছিল তাঁর কাছে আল্লাহ্ তা'লার আদেশ। যখন তাঁর স্ত্রী জানতে পারেন যে, তাঁকে এবং তাঁর পুত্রকে আল্লাহ্ তা'লার আদেশে সেখানে রেখে যাওয়া হচ্ছে, তখন তাঁর ঈমানের স্তরও কত উঁচু ছিল! তিনি অত্যন্ত দৃঢ়বিশ্বাস ও গাম্ভীর্যের সাথে বললেন, 'তাহলে যাও। যদি আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশেই এসব কিছু হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ্ কখনোই আমাদেরকে পরিত্যাগ করবেন না।' সুতরাং, [তাদের আত্মত্যাগের ফলশ্রুতিতে] বিশ্ববাসী দেখেছে যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের পরিত্যাগ করেন নি। সেখানে পানির ব্যবস্থা করেছেন, এমন স্থায়ী ব্যবস্থাপনা যা আজ পর্যন্ত চলমান আছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের খাবারেরও ব্যবস্থা করলেন। বরং, তিনি সেখানে মরুভূমির মাঝে পুরো দস্তর এক শহর প্রতিষ্ঠা করলেন এবং তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে সকল প্রয়োজনীয় উপকরণ সেখানে উপস্থিত করলেন, বিশ্বের সকল প্রকার ফল-ফলাদি ও কল্যাণরাজি আজ সেখানে পাওয়া যায়। ... এক সময় ছিল যখন এটি বিরান মরুভূমি ছিল, আর আজ সেই স্থানটিই লাখো মানুষের জীবিকার উৎস আর কোটি কোটি মানুষ সেখানে আহার করে থাকে। সুতরাং, এভাবেই আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করে থাকেন, আর জ্বলন্ত নিদর্শন পেশ করে দেখান।"

হুযূর আকদাস বলেন, ইব্‌রাহীম (আ.) এবং তাঁর পরিবারের প্রতি যে ঐশী কৃপারাজি বর্ষণ করা হয়েছিল তা অব্যাহত ছিল, যার ফলস্বরূপ তাদের বংশধরদের মাঝে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি (সা.) সেই নবী, যার ওপর লক্ষ-কোটি মুসলমান দরূদ প্রেরণ করে চলেছেন।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দ্বারা আনীত দ্বীনের ওপর বর্ষিত আশীর্বাদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আজ জগতে [ইসলাম ব্যতীত] আর কোন ধর্ম নেই যার অনুসারীরা এর প্রতিষ্ঠাতা নবীর প্রকৃত শিক্ষার ওপর আমল করছেন। [কুরআন ব্যতীত] কোন নবীর ওপর অবতীর্ণ কোন ঐশী কিতাব বা আদেশমালা নেই, যা তার আদি রূপে বিদ্যমান। কেবল পবিত্র কুরআনই রয়েছে যার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নিকট ওয়াদা করেছেন যে, 'আমি একে রক্ষা করবো এবং একে এর আদি রূপে সংরক্ষণ করবো।' আজ ১৪০০ বছরের বেশি

অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, আর ইসলামের শত্রুদের পক্ষ থেকে (এ কথা ভুল প্রমাণের) সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, এটিই সেই একক ধর্মগ্রন্থ যা অপরিবর্তিত রয়ে গেছে।"

হুযূর আকদাস আরো ব্যাখ্যা করেন কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা ইসলামী শিক্ষার সুরক্ষা আরও নিশ্চিত করেন যখন তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন যে, তিনি শেষ যুগে অন্যান্য সকল ধর্মবিশ্বাসের ওপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-কে প্রেরণ করবেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"তিনি [মসীহ্ মওউদ (আ.)] আল্লাহ্ তা'লার সেই পাহ্লোয়ান ছিলেন যিনি কেবল ইসলামের অনিন্দ্যসুন্দর শিক্ষা বর্ণনা করে এর সৌন্দর্য্য মানুষের সামনে তুলে ধরেন নি, বরং তিনি সকল বিরুদ্ধবাদীকে চ্যালেঞ্জ করেছেন যে, তারা এমন কোন ধর্মীয় শিক্ষা উপস্থাপন করতে পারবে না যা ইসলামের মত সুন্দর। ... একই সাথে মসীহ্ মওউদ (আ.) মুসলমানদেরকেও তাকীদপূর্ণ উপদেশ দেন যে, বর্তমান যুগ বাহ্যিক যুদ্ধ ও লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়ার সময় নয়। বরং, এটি প্রেম ও ভালবাসা দ্বারা ইসলামকে ছড়িয়ে দেওয়ার সময়। এটি শান্তিপূর্ণ উপায়ে আলোকিত দলিল-প্রমাণাদি দ্বারা অন্যান্য ধর্মমতের ওপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের সময়।"

হুযূর আকদাস বলেন যে, দুঃখজনক বিষয় হলো সাধারণভাবে মুসলমানগণ সেই বাণীর প্রতি মনোযোগ দিতে ব্যর্থ হয়েছে, আর এর পরিবর্তে তারা আহমদী মুসলমানদের উপর নিপীড়নে লিপ্ত হয়েছে।

আহমদী মুসলমানদের ওপর চলমান নিপীড়ন সম্পর্কে বলতে গিয়ে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"বিদ্যালয়গুলোতে এবং রাস্তাঘাটে আহমদী মুসলমান শিশুদের হয়রানি করা হচ্ছে এবং তাদের মধ্যে ভীতি ও শংকা সৃষ্টি করার প্রয়াস চলছে। এমনকি কবর থেকে মরদেহ বের করে আনা হচ্ছে এবং এর প্রতি অসম্মানজনক আচরণ করা হচ্ছে। এটা কোন্ ইসলাম, যা এরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে চায়? ইসলাম তো নিরাপত্তা ও শান্তির ধর্ম। ইসলামতো ভালোবাসা আর দয়ার ধর্ম। যে ঈদ আজকে উদযাপিত হচ্ছে তা ঐ সকল মানুষের স্মরণে যারা খোদা তা'লার খাতিরে নিজেদের স্বাধীনতা, সম্মান এবং জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। যখন তারা একটি নগরী প্রতিষ্ঠার জন্য দোয়া করেছিলেন, তখন তারা এই ভাষায় দোয়া করেছিলেন যে, 'রাব্বিজআল হাযা বালাদান আমিনান' (হে আমার রব, একে এক শান্তির শহর বানাও)। যেন যে কেউই এখানে বাস করুন অথবা এখানে আসুন না কেন তারা যেন নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী এবং নিরাপত্তা ও শান্তির বিস্তারের দিকে দৃষ্টি প্রদানকারী হতে পারেন। সুতরাং, এই দোয়া কি মুসলমানদের কাছে এই দাবি করে না যে, যদি তারা নিজেদেরকে এই পবিত্র নগরীর সাথে সম্পৃক্ত করে থাকেন এবং যদি তারা এই কাবার প্রভুর উপাসনা করে থাকেন, আর যদি তারা হযরত ইব্রাহীম এবং হযরত ইসমাঈল (আলাইহিমুস সালাম)-এর আত্মত্যাগের উদ্দেশ্যকে পরিপূর্ণ করতে চান, তাহলে তারা যেন নিজ হৃদয়গুলোকে শান্তি, নিরাপত্তা, দয়া ও ভালোবাসার এক নীড়ে পরিণত করেন; একে অপরের প্রাণনাশের প্রচেষ্টায় রত থাকার পরিবর্তে, 'রুহামাউ বায়নাহুম'

(তাদের পরস্পরের মধ্যে মমতাশীল) হওয়ার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন, আর বিশ্ববাসীর জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার পয়গাম পৌঁছে দেন?"

হুযূর আকদাস আহমদী মুসলমানদের উপর সাম্প্রতিক নির্যাতনের মাত্রার ভয়াবহতা সম্পর্কে বর্ণনা করেন, যেখানে ঈদের তিন দিন পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ আহমদীদের পশু জবাই করার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছে।

পাকিস্তানে আহমদী মুসলমানদের পরিস্থিতি যেভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যখন এসব অন্যায়-অবিচার তার চরমে পৌঁছে, তখন আল্লাহ্ তা'লার লাঠিও চলতে শুরু করে এবং তখন প্রত্যেককে, তা সে তথাকথিত বড় আলেম হোক, বা সবচেয়ে বড় নেতা বা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হোক, তাদের যে কেউই এই অত্যাচারের উদ্দেশ্য নিয়ে অগ্রসর হয় তাকে একেবারে পিষ্ট করে ছাড়ে, চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। আমরা আহমদীগণতো সকল সময়ে কুরবানী দিয়ে থাকি। এই ঈদগুলো থেকে এবং আমাদের ইতিহাস থেকে কুরবানীর শিক্ষা আমরা লাভ করেছি। আমরা আমাদের জীবন, সম্পদ, সময় ও সম্ভ্রম কুরবানী করার অঙ্গীকারও করেছি। তবে, এমন কেউ কেউ আছেন যারা দুর্বলতর, আর আমি সেই সকল আহমদীদের বলতে চাই যে, ধৈর্য ও দোয়ার পন্থা অবলম্বন করুন। এই দোয়া অবশ্যই একদিন ফল দিবে, ইনশাআল্লাহ। হযরত ইব্রাহীম, হযরত হাজেরা এবং হযরত ইসমাঈল (আলাইহিমুস সালাম)-এর আত্মত্যাগও ফল বহন করেছিল। কিন্তু, তারা কখনো ধৈর্য ও দোয়ার আঁচলকে হাতছাড়া করেন নি। সেই মহান নবী (সা.) যিনি হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর বংশধরদের মাঝে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তার কুরবানী এবং তার সাহাবাদের কুরবানী সবই নির্ধারিত সময়ে ফল বহন করেছিল এবং আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছিলেন। সুতরাং, সেই একই খোদা, যিনি অতীতেও তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন, তিনি কি আজ আমাদেরকে পরিত্যাগ করতে পারেন? নিশ্চয়ই না! আজও তিনি তাদের সহায়তায় এগিয়ে আসবেন যারা তার ওপর ঈমান আনেন এবং যারা অন্যায়-অবিচারের মুখোমুখি হচ্ছেন।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"আজ বিরুদ্ধবাদীরা তাদের তথাকথিত ক্ষমতার বলে বলীয়ান হয়ে আমাদের ওপর সকল প্রকারের নিষ্ঠুরতা পরিচালনা করছে। কিন্তু, খোদা তা'লার সামনে তাদের ক্ষমতা কোন মূল্য রাখে না। সুতরাং, এটি আমাদের দায়িত্ব যেন আমরা পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি আল্লাহ্ তা'লার দিকে ঝুঁকি, ইবাদতের উচ্চ মানে উপনীত হই এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্টির অধিকার আদায় করি। আমাদের কুরবানিসমূহ কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে পেশ করার জন্য প্রস্তুত থাকি। নিজেদের

তাকওয়ার মান উন্নীত করি। সেই প্রকৃত প্রেরণা লাভের চেষ্টা করুন, যা এই ঈদ উদযাপনের প্রেরণা, যা ঈদে কুরবানী করার প্রেরণা। কেবল তখনই আমরা আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবেলা করতে পারবো, কেবল তখনই আমরা আল্লাহ্ তা'লার আশিসমণ্ডলীকে আকর্ষণ করতে পারবো এবং আমরা সেই সকল প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা দেখতে পাবো যেগুলো আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর নিকট করেছেন। ... জামা'ত হিসেবে আমরা যত নিজেদের আত্মবিশ্লেষণ করবো, আর আমরা যত নিজেদের অবস্থার উন্নতি করতে সচেষ্ট হবো, তত শীঘ্র আমরা আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য, সমর্থন ও অনুগ্রহের নিদর্শন প্রকাশিত হতে দেখবো।"

খুতবার শেষ পর্যায়ে, হুযূর আকদাস অপর একটি বিষয়ে কথা বলেন যা ঈদ-উল-আযহার কুরবানীর ধারণার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। হুযূর আকদাস আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ওয়াকফে নও স্কীম নিয়ে কথা বলেন যেখানে পিতামাতারা তাদের সন্তানদের জন্মের পূর্বেই ধর্মের তরে উৎসর্গ করে থাকেন। শিশুরা বড় হয়ে উঠার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তারা তাদের পিতামাতার কৃত অঙ্গীকার রক্ষা করতে চায় কিনা।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যেসকল পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের ধর্মের সেবায় উৎসর্গ করেছেন অথবা যারা এ রকম পরিকল্পনা করছেন তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, এর জন্য কুরবানী প্রয়োজন। সেই কুরবানীর মান কেমন? এর মান হলো সেটি যা হযরত ইব্রাহীম (আ.) এবং হযরত ইসমাঈল (আ.) স্থাপন করে গেছেন। যখন হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাঁর পুত্র সন্তানকে বলেন যে, তিনি স্বপ্নে দেখেছেন যে, তিনি তাঁর পুত্রকে জবাই করছেন, তখন তিনি তাঁর পুত্রকে জিজ্ঞাসা করেন এ বিষয়ে তাঁর চিন্তাভাবনা কী। সেই পুত্র, যাকে বুযুর্গ ও তাকওয়ায় অগ্রসর পিতা-মাতা উত্তমভাবে লালন-পালন করেছিলেন, সাথে সাথে উত্তর দেন যে, 'হে আমার পিতা, আপনার ওপর যে আদেশ হয়েছে তা আপনি পালন করুন; ইনশাআল্লাহ, আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন।' সুতরাং, সন্তানদের জীবন উৎসর্গ করার সময়ে, পিতা-মাতার এ মন-মানসিকতা থাকা উচিত যে, ওয়াক্ফ করছি, তো পাশাপাশি সন্তানদেরকে এমনভাবে লালন-পালন করতে হবে, আর তাদের জন্য অবশ্যই দোয়াও করতে হবে যেন তাদের সন্তানও হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর ন্যায় একই উত্তর প্রদান করেন।"

যেসব ওয়াকফে নও ইতোমধ্যে তাদের নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং ইসলামের জন্য সেবা প্রদান করছেন তাদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন:

"যে সকল ওয়াকফে নও ইতোমধ্যে জামা'তের বিভিন্ন বিভাগে কাজ শুরু করেছেন, তাদেরও নিজেদের মাঝে ইসমাঈলী বৈশিষ্ট্য গড়ে তোলা উচিত। কেবল তখনই আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্য কল্যাণ ও উন্নতির দ্বারসমূহ খুলে দিবেন।"